দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..07 DEC 2016...
পৃষ্ঠা ...১৪ কলাম... ১...

দুই যুগেও জাতীয়করণ হয়নি মুরাদনগরের পাঁচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

■ মুরাদনগর (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

মুরাদনগর উপজেলায় ১৯৯৪ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দুই যুগ পার হয়ে গেলেও সরকারি হয়নি। সরকারি কোনো সহযোগিতা না পাওয়ায় বিদ্যালয়গুলো ঝুঁকিপূর্ণ ভবন, শিক্ষক, টয়লেট ও পানির সংকট, নোংরা পরিবেশসহ নানা সমস্যায় জরজরিত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে স্কুলগুলোতে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীরা পরিবার-পরিজন নিয়ে অর্থাভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

সরকারি না হওয়া বিদ্যালয়গুলোর সূত্রে জানা গেছে, নিম্নে ২৫ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়গুলো সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে আসছে। বিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে প্রায় ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও ২০ জন শিক্ষক-কর্মচারী। স্বল্পব্যয়ী কমিউনিটি ও ব্যক্তি উদ্যোগে ১৯৯৪ সাল থেকে প্রায় অর্ধ লাখ টাকা ব্যয়ে স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়গুলো সরকারিকরণ না হওয়ায় এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকে সরকারি সহযোগিতা না পাওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ ভবন, শিক্ষক, টয়লেট ও পানি সংকট, নোংরা পরিবেশসহ নানা সমস্যায় জরজরিত। এতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। ফলে এ উপজেলায় শিক্ষার হার দিন দিন কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সরকারি না হওয়া বিদ্যায়গুলো হলো রহিমপুর স্বল্পব্যয়ী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ ত্রিশ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মির্জাপুর তঘুরিয়া স্বল্পব্যয়ী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উলুমুড়িয়া স্বল্পব্যয়ী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মহেশপুর স্বল্পব্যয়ী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

রহিমপুর স্বল্পব্যয়ী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আয়শা আক্তার বলেন, ১৯৯৫ সালে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটি গ্রাম্য দরিদ্র শিশুদের মাঝে শিক্ষা প্রসারে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে ২০০র বেশি শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে। বিভিন্ন পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা নিয়মিত অংশগ্রহণ করে আসছে। বিদ্যালয়ের পাসের হার ভালো। কিন্তু এত বছর ধরে বেতন ভাতা কিংবা সরকারি সুবিধা না পাওয়ায় আমরা অতি কষ্টে মানবেতর জীবনযাপন করছি।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার এএনএম মাহবুব আলম বলেন, মির্জাপুর স্বল্পব্যয়ী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির বর্তমানে সকল কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। ভবনটিও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। অন্য চারটি স্কুল ডিপিও স্যার পরিদর্শন করেছেন। বর্তমানে শিক্ষা কার্যক্রম ভালো, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে এবং লেখাপড়ার মান ভালো। জাতীয়করণের তৃতীয় ধাপের তালিকায় বিদ্যালয়গুলোর নাম রয়েছে। সরকার ঘোষণা দিলে এগুলো জাতীয়করণ করা হবে।